প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

লুনাবোটিকস মাইনিং প্রতিযোগিতা

ওরা এখন নাসায়

ফারিবা তাবাসসুম | *তারিখ: ২৫-০৫-২০১১*

স্বপ্ন নয়, একেবারে সত্যি। ইতিমধ্যে নাসায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ দল। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার ঘিরেই এখন তাঁদের সব কর্মতৎপরতা। আগামীকাল ২৬ মে থেকে ২৮ মে পর্যন্ত চলবে নাসার লুনাবোটিকস মাইনিং প্রতিযোগিতা। এতে অংশ নেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীর একটি দল। বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কলম্বিয়া ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৬টি দল অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র দল হিসেবে অংশ নিচ্ছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এ প্রতিযোগিতা। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসা নতুন কোনো ডিজাইন বা ধারণা নাসা কাজে লাগায়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় নাসার এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে 'ব্র্যাকইউ চন্দ্রবোট' নিয়ে। এটি একটি দূরনিয়ন্ত্রক টেলি রোবট, যা তৈরি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (ত্রিপল-ই) বিভাগের পাঁচ শিক্ষার্থী—শিবলী ইমতিয়াজ হাসান (দলনেতা), জোনায়েত হোসেন, মাহমুদুল হাসান অয়ন, কাজী রাজীন অনিক ও আসিফ রহমান। শুরুটা হয়েছিল গত বছর। শিবলী বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় হঠাৎ নাসার এ প্রস্তাবটি তাঁর চোখে পড়ে। অতঃপর তিনি তাঁর শিক্ষক খলিলুর রহমানের শরণাপন্ন হন এবং তখনই এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। এরপর এ কাজে শিবলীর সঙ্গে জোনায়েত, অয়ন, অনিক ও আসিফকে বেছে নেওয়া হয়। সবার কঠোর পরিশ্রমের ফলে একটি ডিজাইন দাঁড় করানো হয়। দলের অন্যতম সদস্য অনিক বলেন, 'একদিকে রোবট তৈরির কাজ চলছে, অন্যদিকে নাসার সঙ্গেও আমাদের প্রতিনিধিরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। কিন্তু আদৌ নাসায় এই রোবট নিয়ে যাওয়া হবে কি না, তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তার পরও অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা কাজ করে গেছি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে নাসার কাছে পাঠানো হয়। অবশেষে নাসা সম্প্রতি এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমতি দেয়।' কাজ করার অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে অয়ন বলেন, 'এ কাজে যন্ত্রপাতি হাতে পেতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক সময় যন্ত্রপাতির অভাবে কাজ থেমে গেছে। কখনো কখনো হতাশও হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমরা কখনোই হাল ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত দেশীয় প্রযুক্তিতে আমরা চন্দ্রবোট নির্মাণ শেষ করি। এখন শুধুই অপেক্ষার পালা, নাসায় সাফল্যের জন্য প্রতীক্ষা।' দলনেতা শিবলী ইমতিয়াজ কদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র পৌঁছে গেছেন। শিক্ষক খলিলুর রাহমনের সঙ্গে অন্যরা রওনা হয়েছেন ২১ মে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, চন্দ্রবোট বিশেষ ধরনের রোবট। চাঁদে যেসব রোবট পাঠানো হয়, সেগুলোর মাধ্যমে চাঁদ থেকে 'ব্ল্যাক পয়েন্ট ওয়ান' বালু সংগ্রহ করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় দেখা হবে, রোবটটি ১৫ মিনিটে কত কেজি 'ব্ল্যাক পয়েন্ট ওয়ান' বালু সংগ্রহ করতে পারছে। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দলের রোবট একা অংশগ্রহণ করবে, দলের সদস্যরা কেউ সেখানে থাকবে না। নাসার গবেষকদের সামনে রোবটটি তার কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করবে এবং দলের সদস্যরা ৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে রোবটটিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রকল্পের ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজার ও সহযোগী অধ্যাপক খলিলুর রহমান বলেন, 'নাসা বিশ্বের সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদেরও আমন্ত্রণ

জানিয়েছে। ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত। নাসার সঙ্গে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি যোগসূত্র তৈরি হতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় পাওয়া।' ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান মুমিত খান বলেন, 'ফলাফলের চেয়ে নাসার মতো জায়গায় অংশ নেওয়াটাকে আমরা বড় করে দেখছি। চন্দ্রবোট তৈরির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করতে পেরেছে, আমাদের শিক্ষার্থীদের বড় মাপের কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে। আমরা প্রতি বছর নাসায় দল পাঠাতে আগ্রহী।' ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আইনুন নিশাত বলেন, 'ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় গবেষণার কাজে উৎসাহিত করে থাকে। চন্দ্রবোট প্রকল্পের সাফল্য এরই ধারাবাহিকতা। আমাদের ছেলেদের কাজটি খুবই উঁচু মাপের। আমি নাসায় তাঁদের সাফল্য কামনা করছি।'

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :info@prothom-alo.com